ইন্দোনেশিয়ায় ফুটবল মাঠে পদদলিত হয়ে নিহত বেড়ে ১৭৪

ইন্দোনেশিয়ায় একটি ফুটবল ম্যাচে দর্শকদের দুই গ্রুপের মারামারির জের ধরে পুলিশের লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাসে পালাতে গিয়ে ভিড়ের চাপে ও পায়ের নীচে পিষ্ট হওয়ার ঘটনায় সিহত বেড়ে ১৭৪ জনে দাাঁড়িয়েছে।

এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও ১৮০ জনের বেশি দর্শক। খবর এনবিসির।

পূর্ব জাভা প্রদেশে শনিবার রাতের অনুষ্ঠিত ফুটবল ম্যাচটিতে স্বাগতিক দল পরাজিত হওয়ার পর এটির সমর্থকরা মাঠে নেমে আসলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় মালাং শহরে ফুটবল খেলায় হারজিত নিয়ে এ সংঘর্ষ হয়। মালাং স্টেডিয়ামে আরেমা এফসি ও পেরসেবায়া সুরাবায়া নামের দুটি ফুটবল ক্লাবের মধ্যে খেলা চলছিল।

খেলায় আরেমাকে ৩–২ গোলে হারায় পেরসেবায়া। দুই দশকের বেশি সময়ের মধ্যে পেরসেবায়ার কাছে এই প্রথম কোনো ম্যাচে হারল আরেমা।

খেলা শেষ হওয়ার আগ মুহূর্তে আরেমা দলের সমর্থকরা মাঠে নেমে আসার পর তাদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ করে।

এর ফলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং এক সময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কিছু মানুষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এবং নিরীহ লোকজন প্রাণভয়ে দিগ্বিদিগ ছুটতে থাকে।

এ সময় ভিড়ের চাপে বহু মানুষ মাটিতে পড়ে যায় এবং তারা আর উঠে দাঁড়াতে পারেনি। এ ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে ঘটনার তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে ইন্দোনেশিয়া সরকার।

নিলা শুধু আমাদের কুষ্টিয়ার নয়, দেশের গর্ব ———- ডিসি সাইদুল ইসলাম

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেছেন, নিলা শুধু আমাদের কুষ্টিয়ার নয়, দেশের গর্ব। আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্যমনি নিলা আমাদের নারী সমাজের পথ প্রদর্শক। অবহেলিত নারী সমাজের আলোকবার্তা। নিলাকে অনুপ্রেরণা মনে করে কুষ্টিয়ার নারী ফুটবল এগিয়ে যাবে।

শনিবার কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমি অডিটোরিয়ামে জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার যৌথ আয়োজনে
সাফজয়ী বাংলাদেশি নারী ফুটবলার নিলুফা ইয়াসমীন নীলাকে নিজ জেলা কুষ্টিয়ায় সংবর্ধনা প্রদানকালে সভাপতির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

জেলা প্রশাসক আরও বলেন,আমার বিশ্বাস নারী ফুটবলে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশ। ‘আজ আমরা অনেক আনন্দিত এই কারণে যে যারা সারা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের সুনাম তুলে ধরেছেন তাঁদের দলের অন্যতম একজন কুষ্টিয়ার মেয়ে নিলুফা ইয়াসমিন নীলা। তাঁকে সম্মানিত এবং বরণ করতে পেরে আমরাও সম্মানিত বোধ করছি।’

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, জেলা পুলিশ সুপার খাইরুল আলম, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট অনুপ কুমার নন্দী এবং খুলনা বিভাগীয় ডিএফএ সভাপতি মকবুল হোসেন লাবলু, কুষ্টিয়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব, প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক তৌহিদী হাসান প্রমুখ। মঞ্চে নিলার মা বাছিরণ খাতুনও উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ সুপার খাইরুল আলম বলেন, বাংলাদেশে ফুটবলে আবারও নবজাগরণ সৃষ্টি হবে এই নারী ফুটবলারদের মাধ্যমে। আমাদের মেয়েরা খেলা করুক এটা খুব কম পরিবার চাই। মনে করে যেসব মেয়েরা ফুটবল খেলে থাকে তাদের বিয়ে হবে না। এই ভেবে খেলাধুলা করতে দেয় না। তবে নীলার মা যে তাকে ফুটবল খেলার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, একটা সময় খেলাধুলা হতো, এখন অনেকেই খেলাধুলা করে না। তাদের মাঠে এনে খেলাধুলার প্রতি বেশি বেশি মনোনিবেশ করতে হবে বলেও জানান তিনি।

খুলনা বিভাগীয় ডিএফএ সভাপতি মকবুল হোসেন লাবলু তার বক্তব্যে বলেন, আমরা নীলার মতো আরও নীলাকে গড়ে তুলতে চাই। আমরা চাই তার মেধা ও ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখিয়ে দলের সাথে থেকে ভালো খেলায় অংশ নেবে।

সংবর্ধিত হয়ে নিলা বলেন, কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া সংস্থা সংবর্ধনা দিয়ে আমাকে যেভাবে সম্মানিত করেছে তাতে আমি অভিভূত, পুলকিত। এই কুষ্টিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আমি উঠে এসেছি। আমার ফুটবলার হয়ে ওঠার পেছনে কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা ছাড়াও স্মরণ করতে চাই প্রয়াত ফাত্তাহ ভাইকে। তার সার্বিক সহযোগিতায় আমি আজ বাংলাদেশ জাতীয় দলের খেলোয়াড় হতে পেরেছি। এছাড়াও কুষ্টিয়াবাসী ‘আমাকে যে সম্মান দেওয়া হয়েছে তা থেকে আমি অনুপ্রাণিত। এই অনুপ্রেরণা নিয়ে দেশের মানুষকে আরও ভালো ফুটবল খেলা উপহার দিতে পারব।’

অনুষ্ঠান শেষে নিলার হাতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নগদ এক লাখ টাকা এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে ৫০ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়।

এরআগে দুপুরে কুমারখালী উপজেলার মীর মোশাররফ সেতু থেকে জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে বরণ করে নেওয়া হয় তাঁকে। পরে কুষ্টিয়া শহর প্রদক্ষিণ শেষে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানস্থলে আসা হয় তাকে। এরপর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া সংস্থাসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা সম্মাননা স্মারক ক্রেষ্ট তুৃলে দেওয়া হয়।

সংবর্ধনা শেষে জেলা প্রশাসনের গাড়িতে কুষ্টিয়া পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে নিজ বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয় সাফ শিরোপা জয়ী নারী ফুটবলার নিলুফা ইয়াসমিন নীলাকে।

প্রসঙ্গত, রিকশাচালক বাবা তার মাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় নিলুফার বয়স ছিল মাত্র আড়াই বছর ও তার ছোট বোন সুরভী আক্তারের বয়স তখন ছিল মাত্র দেড়মাস। সে সময় মা বাছিরন আক্তার দুই মেয়ে নিয়ে চোখে-মুখে অন্ধকার দেখেন। সাহস বুকে নিয়ে মা বাছিরন নিলুফারের নানা বাড়ি কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়া এলাকায় কুঠিপাড়া চরে আশ্রয় নেন। তিনি শহরের একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে সামান্য বেতনে চাকরিও শুরু করেন।

মায়ের ইচ্ছে ছিলো মেয়ে দুটোকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মত মানুষ

হিসেবে গড়ে তুলবেন। নিলুফা ছোট বেলা থেকেই খেলাধুলায় পারদর্শী ছিলেন। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই সে নানা খেলায় সাফল্য দেখিয়েছেন। উচ্চ লাফ, দৌড়সহ প্রায় সব ধরনের খেলায় পারদর্শিতায় নিলুফার মা বাছিরন মেয়েকে ক্রীড়াবিদ হিসেবে তৈরির ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি মেয়েকে উৎসাহ ও সাহস দিতে থাকেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে নিলুফাকে খেলোয়াড় বানাতে তার পরিবারকে নানা নেতিবাচক কথাও শুনতে হয়েছে।

কুষ্টিয়া শহরের চাঁদ সুলতানা স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করার পর মিরপুর উপজেলার আমলা সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন নিলুফা। পরে খেলোয়াড় কোটায় ভর্তি হন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে দুধপাতিলা একাদশ বিজয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের ৩য় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জয়রামপুর ইউথ ক্লাব মাঠে টুর্নামেন্টের ৩য় ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে দুধপাতিলা একাদশ বনাম দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাব।

খেলায় দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাব কে ১-০গোলে হারিয়ে জয়ের লক্ষে পৌঁছে যায় দুধপাতিলা একাদশ। দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে বিশেষ অতিথি সামসুল আলমের হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় দুধপাতিলা একাদশের ৮নং জার্সি পরিহিত শাহাবুল কে । জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক নজরুল ইসলাম, রাজীব, স্বপন,রনি, হাফিজুর, আরিফ,

নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। ধারাভাষ্যকার ছিলেন আজমল হোসেন, সোহান।

এশিয়াকাপে থাইল্যান্ডকে উড়িয়ে দিল বাংলাদেশ

ম্যাচের আগে বাংলাদেশ নারী দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানা বলেছিলেন, ‘জেতার জন্যই মাঠে নামবে বাংলাদেশ। লক্ষ্য শিরোপা ধরে রাখা।’

কথার প্রমাণ মাঠেই দিলেন তারা। উদ্বোধনী ম্যাচে থাইল্যান্ডকে পাত্তাই দিল না বাঘিনীরা।

৫০ বল বাকি থাকতে ১ উইকেট হারিয়েই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ।

এ জয়ের দিনেও আক্ষেপে পুড়তে পারেন টাইগ্রেস ওপেনার শামিমা সুলতানা। মাত্র ১ রানের জন্য ক্যারিয়ারের ৩য় হাফসেঞ্চুরি বঞ্চিত হন। পুথাওয়াংয়ের বলে বোল্ড হওয়ার আগে ১০ বাউন্ডারিতে ৩০ বলে ৪৯ রান করেন শামিমা।

শামিমার সাজঘরে ফেরার পর আর কোনো বিপদ ঘটেনি বাংলাদেশের। আরেক ওপেনার ফারজানা হককে সঙ্গে নিয়ে বাকি কাজটা সারেন অধিনায়ক নিগার সুলতানা। ২৯ বলে ২৬ রানে অপরাজিত থাকেন ফারজানা। অপরপ্রান্তে ১১ বলে ১০ রানে অপরাজিত থেকে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়েন নিগার।

এর আগে রোমানা-নাহিদাদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে মাত্র ৮২ রানেই গুটিয়ে যায় থাইল্যান্ড। আর সেই মামুলী লক্ষ্য ১১.৪ ওভারেই পার করে দেয় বাংলাদেশ।

সিলেট বিভাগীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মেয়েদের টি-টোয়েন্টি

এশিয়াকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে থাইল্যান্ডের মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ।

টসে হেরে ফিল্ডিং পায় নিগার সুলতানার দল।

আর জাহানারা-রোমানাদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে পুরো ২০ ওভার খেলতে পারেনি থাইল্যান্ড। ২ বল বাকি থাকতেই মাত্র ৮২ রানে থামে থাইল্যান্ডের ইনিংস।

সর্বোচ্চ ২৬ রান এসেছে টপঅর্ডার ব্যাটার পানিথা মায়ার ব্যাট থেকে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৮ বলে ২০ রানে করেছেন ওপেনার নাথাকা চানথাম। এরপর আরও দুজন ছাড়া বাকিদের কেউ দুই অংকের ঘরেই পৌঁছুতে পারেননি।

বল হাতে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন বাংলাদেশের রোমানা আহমেদ। ৩ ওভার হাত ঘুরিয়ে মাত্র ৯ রান দিয়ে ৩ উইকেট শিকার করেছেন তিনি। দুটি করে উইকেট পেয়েছেন নাহিদা, সানজিদা ও সোহেলি। সালামা খাতুন ১ উইকেট পেয়েছেন।

বিশ্বকাপের আগে ভারত দলে বড় দুঃসংবাদ

অক্টোবরে শুরু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার আগেই বড় দুঃসংবাদ পেল ভারতীয় দল। ইনজুরিতে পড়েছেন দেশটির পেস আক্রমণের মূল অস্ত্র জাসপ্রিত বুমরাহ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আর খেলা হচ্ছে না তার।

এনিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এখনবধি কোনো বিবৃতি দেয়নি।

তবে বোর্ডের এক কর্মকর্তা ভারতীয় গণমাধ্যমে বলেন, বুমরাহ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলছে না। তার পিঠের অবস্থা ভালো নয়। পিঠে চোটটা গুরুতর। তার সুস্থ হতে ৬ মাস সময় লাগবে।

অর্থাৎ বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন বুমরাহ।

পিঠের চোটের কারণে এশিয়া কাপেও খেলতে পারেননি বুমরাহ। প্রায় দুমাস বিশ্রামের পর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজে দলে ফেরেন। তিন্তু তার পেসে আগের মতো ঝাঁঝ দেখা যায়নি।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে চোটের কারণে খেলতে পারেননি। তখন রোহিত শর্মা জানিয়েছিলেন, ছোট একটা চোট রয়েছে ভারতীয় পেসারের।

এ অবস্থায় নতুন খবর- পিঠের চোট আরও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে বুমরাহ।

দামুড়হুদায় ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

একমাত্র খেলা-ধুলায় পারে যুবসমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখতে সেই উপলক্ষে দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা ৪ টায় দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব মাঠে।এ খেলায় মোট ১২ টি দল অংশগ্রহণ করবে উদ্বোধনী ম্যাচে দর্শনা বয়েজ ক্লাব বনাম চুয়াডাঙ্গা জাফরপুর একাদশ এ টুর্নামেন্টের প্রথম দিনে দুটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় দর্শনা বয়েজ ক্লাব ১ চুয়াডাঙ্গা জাফরপুর একাদশ ১গোলে খেলাটি ড্র করেছে।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে: প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, এক সময় আমাদের দেশের খেলা- ধুলার মান খুবই খারাপ ছিলো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকার সাথে সাথে খেলা-ধুলার মানও উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। সকলকে মাদক পরিহারের অঙ্গীকার করতে

হবে। একমাত্র খেলা-ধুলায় পারে যুবসমাজকে মাদক থেকে দুরে রাখতে। আমাদের যুবসমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে খেলা-ধুলার বিকল্প নেই।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সিরাজুল ইসলাম মাস্টার বলেন, মাদকের ভয়াল থাবা থেকে আমাদের সন্তানদের দুরে রাখতে হবে। মাদক থেকে দুরে থাকতে হলে খেলা-ধুলার বিকল্প নেই। মাদকাশক্ত একটি সন্তান ওই পরিবারের অভিশাপ। একটি পরিবারকে ধ্বংশ করতে একজন মাদকাশক্ত সন্তানই যথেষ্ট। তাই অভিভাবকদেরও লক্ষ রাখতে হবে আপনার সন্তান কোথায় যায়, সে মাদকাশক্ত কিনা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আবুল কালাম আজাদ মিয়া, আহসান কবীর রিপন মিয়া, আমজাদ হোসেন,নিশান তরফদার, ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর আলম টিক্কা, শহিদুল ইসলাম।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদ এর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, রাজীব,স্বপন,রনি, হাফিজুর,আরিফ, নাজির,মুসা, আজাদ, হাসিবুল সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মেডিক্যাল টিমের দায়িত্ব পালন করেন রাশিদুল ইসলাম, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স দামুড়হুদা।
আয়োজনে: জয়রামপুর গ্রামবাসী।

প্রথম সিরিজ জয়ে যা বললেন অধিনায়ক সোহান

অধিনায়ক হিসেবে সোহানের এটি প্রথম সিরিজ জয়। দুই ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচে আরব আমিরাতের বিপক্ষে বড় ব্যবধানের জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। এদিন আবুধাবিতে ৩২ রানের বড় জয় পান টাইগাররা।

এশিয়া কাপে খারাপ সময় কাটানো বাংলাদেশ দল যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল। স্বস্তি পেলেন অধিনায়ক সোহানও। তিনি বলেন, আমার খুব ভালো লাগছে। দলের সবাই খুব ভালো খেলেছে। ছেলেরা সবাই ভালো খেলতে

উন্মুখ হয়েছিল। এটি ছেলেদের থেকে একটা দারুণ প্রচেষ্টা।

তিনি বলেন, আমি মনে করি, এ সিরিজ জয় বিশ্বকাপে কাজে লাগবে। জেতাটা একটা অভ্যাসের বিষয়। আমি মনে করি এই জয় আগামীতে ত্রিদেশীয় সিরিজ এবং বিশ্বকাপে আমাদের সহায়তা করবে।

অন্যদিকে আরব আমিরাত অধিনায়ক রিজওয়ান বলেন, দুর্ভাগ্যবশত আমরা নিজেদের পথে হাঁটতে পারিনি। পাওয়ার প্লেতে আমাদের রান কিছু কম হয়েছিল এবং দ্রুত কয়েকটা উইকেট হারিয়েছি। ওরা সঠিক জায়গায় বোলিং করেছে এবং নিজেদের কোয়ালিটি দেখিয়েছে। অবশ্যই তাদের ক্রেডিট প্রাপ্য। এটি আমাদের জন্য একটা শেখার মঞ্চ। আমরা এ রকম ম্যাচ যদি আরও বেশি খেলার সুযোগ পাই, তা হলে আরও উন্নতি করব।

আমিরাতের বিপক্ষে বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ

স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাতকে হোয়াইটওয়াশ করার লক্ষ্যে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টিতে আজ মাঠে নামবেন টাইগাররা। মঙ্গলবার দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায়।

দুর্বল আমিরাতের বিপক্ষে গত রাতে প্রথম ম্যাচে বলতে গেলে বেগ পেয়েই জিততে হয়েছে বাংলাদেশকে। দলের পারফরমেন্স মোটেই আশানুরুপ ছিল না। তাই দ্বিতীয় ম্যাচে পারফরমেন্সের উন্নতি ঘটানও লক্ষ্য টাইগারদের।

প্রথমে ব্যাট করে ৫ উইকেটে ১৫৮ রান তুলে বাংলাদেশ। বাজে শুরুর পরও লড়াকু পুঁজি পায় টাইগাররা। আরব আমিরাত ইনিংসের শেষ পর্যন্ত আফজাল খান ক্রিজে থাকায়, কপালে চিন্তার ভাঁজ ছিল বাংলাদেশের। শেষ পর্যন্ত ঘাম ঝড়িয়ে জিততে হয়েছে বাংলাদেশকে।

ম্যাচটিতে ফিল্ডিংয়ের সমস্যাটা ভলোভাবে আবারও ফুটে ওঠে। ক্যাচ ড্রপ, ফিল্ডিং মিস বাংলাদেশের জন্য বড় চিন্তার বিষয়।

বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ: মেহেদী হাসান মিরাজ, নাজমুল হোসেন শান্ত/সাব্বির রহমান, আফিফ হোসেন, লিটন দাস, ইয়াসির আলী রাব্বি, নুরুল হাসান সোহান (অধিনায়ক), মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, সৌম্য সরকার, মোস্তাফিজুর রহমান, নাসুম আহমেদ ও তাসকিন আহমেদ/হাসান মাহমুদ।

বিপিএলে খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিক কত, জানাল বিসিবি

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) পরবর্তী তিনটি আসরের জন্য সাত দলের মালিকানা মনোনীত করেছে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল।

রোববার এক বিজ্ঞপ্তিতে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর নাম প্রকাশ করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। যেখানে নতুন যুক্ত হয়েছে রংপুর বিভাগ।

পরদিনই আজ (সোমবার) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দেশি-বিদেশি খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিকও নির্ধারণ করেছে বিসিবি। যেখানে সর্বোচ্চ ক্যাটাগরির পারিশ্রমিক ধরা হয়েছে ৮০ লাখ টাকা, সর্বনিম্ন ৫ লাখ টাকা। দেশি ক্রিকেটার পাবেন এ অর্থ। দেশিদের সর্বোচ্চ ক্যাটাগরি ‘এ’ এবং সর্বনিম্ন ‘জি’।

এ ছাড়া বিদেশি ক্রিকেটারদের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়েছে ৮০ হাজার মার্কিন ডলার।

সোমবার মিরপুরে সংবাদ সম্মেলন করে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল এবারের বিপিএল খেলোয়াড়দের এ পারিশ্রমিক ঘোষণা করে।

বিদেশি ক্রিকেটারদের ডিরেক্ট সাইনিংয়ের ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা রাখা হচ্ছে না এবার। যত ইচ্ছা ক্রিকেটার সাইন করাতে পারবে দলগুলো। একাদশে সর্বনিম্ন দুজন এবং সর্বোচ্চ চারজন বিদেশি ক্রিকেটার খেলাতে পারবে।

এবারের বিপিএলের ৭ দল হলো – বরিশালের মালিকানার জন্য মনোনীত

হয়েছে ফরচুন বরিশাল স্পোর্টস লিমিটেড, খুলনা দলের জন্য মাইন্ডট্রি লিমিটেড, ঢাকা দলের জন্য প্রগতি গ্রিন অটো রাইস মিলস লিমিটেড, সিলেটের ফিউচার স্পোর্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, রংপুরের জন্য বসুন্ধরা গ্রুপের টগি স্পোর্টস লিমিটেড, চট্টগ্রামের ডেল্টা স্পোর্টস লিমিটেড ও কুমিল্লার জন্য কুমিল্লা লিজেন্ডস লিমিটেড।

আগামী ৫ জানুয়ারি থেকে পরবর্তী বিপিএল শুরুর সম্ভাব্য সময় ঠিক করে রেখেছে বিসিবি। চলবে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

বিপিএলে দেশি-বিদেশি ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিকের ভিত্তিমূল্য:

‘এ’ ক্যাটাগরি: ৮০ লাখ (দেশি), ৮০ হাজার ডলার (বিদেশি)
‘বি’ ক্যাটাগরি: ৫০ লাখ (দেশি), ৬০ হাজার ডলার (বিদেশি)
‘সি’ ক্যাটাগরি: ৩০ লাখ (দেশি), ৪০ হাজার ডলার (বিদেশি)
‘ডি’ ক্যাটাগরি: ২০ লাখ (দেশি), ৩০ হাজার ডলার (বিদেশি)
‘ই’ ক্যাটাগরি: ১৫ লাখ (দেশি), ২০ হাজার ডলার (বিদেশি)
‘এফ’ ক্যাটাগরি: ১০ লাখ (দেশি)

‘জি’ ক্যাটাগরি: ০৫ লাখ (দেশি)

ঝিনাইদহে দুইদিন ব্যাপি সোতোকান কারাতে প্রশিক্ষণের সমাপনী

ঝিনাইদহে দুইদিন ব্যাপি সোতোকান কারাতে দো’’র প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও ২৩তম বেল্ট টেস্ট অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে।

রবিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় এ কর্মশালা শুরু হয়ে সোমাবার বিকাল ৪টায় বেল্ট প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সমাপনি অনুষ্ঠানে সোতোকান কারাতেদো ঝিনাইদহের পরিচালক কাজী আলী আহম্মদ লিকুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তাসলিমা বেগম, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের আইসিটি বিষয়ক সম্পাদক শাহানুর আলম, সোতোকান কারাতে দো ঝিনাইদহ’র সহকারি পরিচালক মাহবুবুর রহমান বিপ্লব উপস্থিত ছিলেন। দুইদিন ব্যাপি এই প্রমিক্ষণ এবং বেল্ট টেস্ট কর্মশালার বিচারক হিসেবে ছিলেন জাতীয় কারাতের প্রশিক্ষক মুহাম্মাদ জসিম উদ্দিন ব্লাক বেল্ট ৫ম ডান।

রবিবার ও সোমবার দুইদিন ব্যাপি এই সেমিনারে কারাতের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও বেল্ট টেস্টের মাধ্যমে ২৭জন প্রক্ষিণার্থীর মধ্যে উর্ত্তীর্ণ ২৬জন কে সনদ ও বেল্ট প্রদান করা হয়।